৫৬ ৬

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 11 MAY 1993 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কুমিল্লায় তিন লাখ শিশু স্কুলে যায় না

কুমিল্লা, ১০ইমে।– বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু হবার ৫ মাস অতিক্রান্ত হলেও জেলার ৩ লক্ষাধিক শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পায়নি।

শিক্ষা বিভাগের জরিপ অনুসারে এই জেলার ১২টি থানায় বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী বয়সী (৬ থেকে ১০ বছর) শিশুর সংখ্যা ৭ লাখ ২৬ হাজার ১৭৩। এর মধ্যে বালক শিশুর সংখ্যা হচ্ছে ৩, লাখ ৯০ হাজার ৮৫৪ এবং বালিকা শিশুর সংখ্যা ৩ লাখ ৩৫ হাজার ৩১৯। এ পর্যন্ত স্কুলে ভর্তি হয়েছে ৫ লাখ ৮৬ হাজার ২২৯ জন। যার মধ্যে ৩ লাখ ১৬ হাজার ৫৯১ জন বালক এবং ২ লাখ ৬৯ হাজার ৬৩৮ জন বালিকা। বাকি ১ লাখ ২৯ হাজার ৯৪৪টি শিশু স্কুলে ভর্তি হবার সুযোগ পায়নি। তবে স্কুলের খাতায় যে পরিমাণ শিশুর নাম আছে তার প্রায় ৩০ শতাংশ শিশু স্কুলে যায় না। বেসরকারী জরিপে দেখা গেছে, কুমিল্লায় স্কুলের খাতায় নাম আছে কিন্তু স্কুলে যাওয়া হয়ে ওঠে না এমন শিশুর সংখ্যা ১ লাখ ৭৫ হাজার ৮৬৮। ফলে এই জেলায় ৩ লাখ ৫ হাজার ৮১২টি শিশু শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

শিশুদের স্কুলে না পাঠানোর কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেছে ঃ দারিদ্র্যই এর মূল কারণ। এছাড়া দেশে ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও অভিভাবকদের শিশুদের স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করছে। শিক্ষাজীবন শেষে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা বিবেচনায় রেখে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর পরিবর্তে কোন মোটর ওয়:র্কশপে অথবা হোটেল–রেষ্টুরেন্টে কাজে নিয়োজিত করতে বেশি আগ্রহী। সন্তানদের স্কুলে পাঠালে বই ও বেতন লাগে না। কিন্তু খাতা, কলম এবং স্কুলে যাবার উপযোগী পোশাকের প্রয়োজন হয়। যা বেশিরভাগ অভিভাবকের পক্ষে যোগান দেয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না।

অন্যদিকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ৮০ ভাগেই বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল ব্লাকবোর্ডসহ আসবাবপত্রের প্রচন্ড সংকট রয়েছে। বহু স্কুলগৃহের অবস্থা জরাজীর্ণ। বসার স্থানের সংকুলান হয় না; ছাদ চুঁইয়ে পানি পড়ে; বেড়া, দরজা–জানালা নেই। কোথাও কোথাও স্কুলগৃহটি পর্যন্ত নেই। শহরের কাপ্তানবাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘর ভাঙ্গাচোরা, চকবাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওপর ছাউনি নেই। রোদ, বৃষ্টি থেকে রক্ষার চেষ্টায় পলিথিন দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। কালীরবাজার, গুনানন্দী, দিঘলগাও, হরিপুর, পিপুলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন যেকোন সময় ভেঙ্গে পড়তে পারে। ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ নির্মিত স্কুলভবন ছাড়া জেলার সবগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয় জরাজীর্ণ।

৪শ' ২টি শিক্ষকের পদ শূন্য

জেলার ১২টি থানায় ১৫৩টি প্রধান শিক্ষকের পদসহ ৪শ' ২টি শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরো শূন্য রয়েছে।